প্রথম আলো

4 APR 2003

প্রাথমিক বিদ্যালয় দখল

খোদ রাজধানীতেই এ অবস্থা!

একেবারে দিনেদুপুরে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দখল হয়ে গেল। সহযোগিতায় ছিল খোদ পুলিশ। থানা নির্বিকার। এর ওপর সরকার বা প্রশাসন বলতে যারা আছেন তাদের মুখে কুলুপ। শুধু সোচ্চার এলাকাবাসী। তারা প্রতিবাদ করছেন। কিন্তু এতে কি স্কুলভবনটি ক্যাডার ও সন্ত্রাসীদের কব্জামুক্ত করে শিক্ষার্থীদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার গরজ হবে কর্তাব্যক্তিদের?

পুরান ঢাকার ঢালকানগরে শত বছরের পুরনো প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যে এভাবে নিতে যাবে তা ভাবা যায়নি। সন্ত্রাসীরা পুলিশ সঙ্গে নিয়ে এসে শিক্ষার্থীদের ঘাড় ধরে বের করে দেয়। টেবিল-চেয়ার-বেঞ্চ ভাঙচুর করে। সরকারের পুলিশের সহযোগিতায় সরকারের স্কুল দখল করেছে কিছু সন্ত্রাসী এবং সেটা ঘটেছে খোদ রাজধানীতে! এর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা আর কী হতে পারে।

অথচ স্কুলটি সরকারের বরাদ্দকৃত ভবনে বৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। জনৈক অ্যাডভোকেট নাকি ঐ ভবনটির মালিকানা দাবি করে দখল অভিযান চালিয়েছে। মালিকানার বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন ছিল। তাই দখলদারদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।

মাঠ দখল, নদী দখল, লেক দখল, পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলসহ নানা ধরনের দখলের কথা সর্বদা শোনা যায়। কিন্তু সরকারি স্কুল দখল নতুন। দখলি সংস্কৃতিতে এই নতুন মাত্রাটি সংযোজিত হওয়ার আগেই তা অকার্যকর করা হোক। সন্ত্রাসীদের বিতাড়ন করে স্কুলটি শিক্ষার্থীদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। শিক্ষার প্রতি সরকারের অঙ্গীকার সুবিদিত। তাই শিক্ষার্থী শিশু-কিশোররা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।